দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2 3 AUG 1998 ...
পৃঃ 2 কলাম ... ৬ ...

শিবিরের হাতে আহত ছাত্র ইউনিয়ন নেতার মৃত্যু ঃ ঢাকায় প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

আহত ৩০, ক্লাস সাসপেন্ড

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ চট্টগ্রাম ঃ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সঞ্জয় তলাপাত্র ৪৮ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে লড়ে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। তার মৃত্যুর খবর ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ার পর সকালে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চট্টগ্রাম ভার্সিটি এলাকায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, বোমা হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৩০ জন আহত হয়েছে। ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস গতকাল সকাল থেকে তিনদিনের জন্য (২৪শে আগস্ট পর্যন্ত) সাসপেন্ড এবং পরিস্থিতি অবনতির আশংকায় ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে পুলিশি পাহারা জোরদার করেন। এছাড়া গত ২০শে আগস্ট সংঘটিত এই সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তের জন্য তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ২০শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৮টায় চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী শাটল ট্রেনে লিফলেট বিলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্র শিবিরের একদল সশস্ত্র কর্মী ট্রেনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায়। শিবিরের সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্রফ্রন্টের কর্মীসহ প্রায় ২০ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়। গুরুতর আহত সঞ্জয় তলাপাত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট সভা-সমাবেশ করে। এছাড়া হামলার ঘটনায় নেতৃত্বদানকারী ছাত্র শিবিরের দুজন প্রভাবশালী নেতাসহ ১৮ জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলাও রুজু করা হয়।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সঞ্জয় তলাপাত্রকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু চিকিৎসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টায় সঞ্জয় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার মৃত্যুর খবর ক্যাম্পাসে পৌঁছার পর বেলা ১০টা নাগাদ ভার্সিটি এলাকায় ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্রফ্রন্টের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এ নিয়ে ছাত্র শিবিরের সমর্থকদের সাথে ক্যাম্পাসে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মীদের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। বেলা ১টা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘন্টা ধরে সংঘটিত এসব বিক্ষিপ্ত ঘটনায় উভয় পক্ষের ত্রিশজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে জাহাঙ্গীর আলম, সুমন রহমান, রুবেল, সালাহউদ্দিন ও সবুজ নামে ৫ জন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসময় ক্যাম্পাসে বোমাবাজি ও হাঙ্গামার ঘটনায় ১০/১২টি যানবাহন চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৭

চট্টগ্রাম ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাঙচুর হয়। অবস্থার অবনতির আশংকায় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ও ভার্সিটির ক্লাস তিনদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গতকাল উপ-উপাচার্য ও পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দিয়ে হামলাকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিচারের দাবি জানিয়েছে। বিকেলে সঞ্জয় তলাপাত্রের মরদেহ ময়না তদন্তশেষে অভয় মিত্র শ্মশানে দাহ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সাসপেন্ড করা হলেও পরীক্ষা ও অফিস কার্যক্রম চালু থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হামিদ উল্লাহ জানান, চিত্রকলা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সঞ্জয় তলাপাত্রের মৃত্যুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডঃ আবু ইউসুফ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি সঞ্জয়ের হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রশাসন ও ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সঞ্জয় তলাপাত্রের মৃত্যুর প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্র ইউনিয়ন ... সমাবেশে বক্তৃতা করেন সংগঠনের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর-এ খোদা টরিক, রুস্তম আলী খোকন, শরীফুজ্জামান শরীফ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ৩ দিনব্যাপী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে আজ রোববার কালো ব্যাজ ধারণ, ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ, আগামীকাল সোমবার দেশব্যাপী শোক মিছিল, আগামী ২৫শে আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও এবং জেলা সদরে ডিসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ।

ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি রুস্তম আলী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আদনান রিয়াদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কল্লোল, বুয়েট শাখা আহ্বায়ক মারুফ আহমেদ বিপুল, যুগ্ম সম্পাদক সৌমেন হাজরা এক যুক্ত বিবৃতিতে সঞ্জয় হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হত্যার পরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্লিপ্ততায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

নেতৃদ্বয় বিবৃতিতে বলেন, সরকার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতাবিরোধী এই গোষ্ঠী নানাভাবে অবরোধ সৃষ্টি করে রাখছে।

নেতৃদ্বয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলার আহ্বান জানান।

সঞ্জয় তলাপাত্র হত্যার প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ঢাকা মহানগর শাখা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগ (চুন্নু-করিম) বিবৃতি দিয়েছে।